গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.lgd.gov.bd

**শেখ হাসিনা'র মূলনীতি**
**গ্রাম শহরের উন্নতি**

নম্বর: ৪৬.০০.০০০০.০৭০.২৩.০০২.১৯.৪৮৬

তারিখ: ১০ বৈশাখ ১৪২৭ / ২৩ এপ্রিল ২০২০

**বিষয়: কক্সবাজার জেলা পর্যায়ে COVID-19 প্রতিরোধ ও ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় সংক্রান্ত প্রতিবেদন।**

সূত্র: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অফিস আদেশ ০৩.০০.২৬৯০.০৮২.৪৬.০১৩.২০২০-১৮৮, তারিখ: ২০ এপ্রিল ২০২০।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকে স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়কে কক্সবাজার জেলায় COVID-19 প্রতিরোধ ও ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। উক্ত নির্দেশনা প্রাপ্তির সাথে সাথে কক্সবাজার জেলা পর্যায়ে কর্মরত সকল দপ্তর/ সংস্থায় কর্মরত সকল কর্মকর্তার কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য একটি WhatsApp গ্রুপ খোলা হয়। আজ ২৩ এপ্রিল ২০২০ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষ হতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বেলা ১২.০০ টা হতে ০২.০০টা পর্যন্ত কক্সবাজার জেলার সকল মাননীয় সংসদ সদস্য, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, সিভিল সার্জন, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, পৌরসভার মেয়র, জেলা পর্যায়ে দায়িত্ব পালনকারী অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, সাংবাদিক, শিক্ষক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে একটি Video Conference অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত Conference-এ যে সকল বিষয়ভিত্তিক আলোচনা হয়েছে, তা পর্যালোচনা সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো তুলে ধরা হল:

## ২। COVID-19 সংক্রান্ত আলোচনা:

**২.১ রোগী সংক্রান্ত তথ্য:** জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার এর পক্ষ হতে জানানো হয়, বর্তমান সময় পর্যন্ত কক্সবাজার জেলায় ৫৬১টি জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয় এবং বর্তমানে COVID-19 পজিটিভ পাওয়া গেছে ৬ জন ব্যক্তির দেহে। ১ জন ব্যক্তি ইতোমধ্যে সুস্থ হয়েছেন। ৫ জন ব্যক্তি আইসোলেশনে রয়েছে। ১১৬ জন প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রয়েছে। হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছে ১৩৬২ জন।

**২.২ রোগীদের চিকিৎসা প্রস্তুতি সংক্রান্ত তথ্য:** বর্তমানে ২৮২ জন রোগীকে চিকিৎসা প্রদানের জন্য শয্যা প্রস্তুত করা হয়েছে। জেলায় কর্মরত মোট ডাক্তারের সংখ্যা-২৪১ জন এবং নার্সের সংখ্যা- ২৭৫ জন। চিকিৎসক ও নার্সদের কর্মস্থলে আসা-যাওয়ার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং হোটেল প্রস্তুত করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত মোট ৪,৪৬৬ টি পিপিই পাওয়া গিয়েছে এবং এর মধ্যে বর্তমানে ৩,০০০ টি পিপিই মজুদ রয়েছে। ১১টি এ্যাম্বুলেন্স প্রস্তুত রয়েছে। কক্সবাজারের রামু উপজেলায় ৫০ শয্যার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি Isolation Centre হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কক্সবাজার সদর সপাতালে আরও ১০ শয্যা প্রস্তুত করা ও সরঞ্জামাদি প্রস্তুতির পর্যায়ে রয়েছে। রামু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্মরত ডাক্তার ও নার্সদের থাকার জন্য হোটেল মিডিয়া ইন্টারন্যাশনালে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

**২.৩ চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশ:** COVID-19 এর সন্দেহভাজন রোগীর নমুনা সংগ্রহ কাজে ও রোগীর পরিবারের জন্য পৃথক গাড়ির ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। রামু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বর্তমানে ICU ও ভেন্টিলেটর সুবিধা নেই। কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বর্তমানে অবকাঠামোগত কিছু সমস্যা রয়েছে। বিষয়গুলো নিয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।

৩। **ত্রাণ সহায়তা প্রদান সম্পর্কিত আলোচনা:**

৩.১ জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার জানান, এ জেলায় ত্রাণ বিতরণ সংক্রান্ত কোন ত্রুটি বা সমস্যা অদ্যাবধি পরিলক্ষিত হয়নি। এলাকার জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তির সমন্বয়ে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলমান রয়েছে। সরকার প্রদত্ত ত্রাণ সহায়তা সম্পর্কিত তথ্য:

| | এ পর্যন্ত প্রাপ্ত | এ পর্যন্ত বণ্টন প্রদান করা হয়েছে | আগামী মে-জুন/ ২০২০ মাসের চাহিদা |
|---|---|---|---|
| **জিআর চাল** | ১২৫০ মে. টন | ১১০০ মে. টন | ১৭৮৭ মে. টন |
| **জিআর অর্থ** | ৬৪.০০ লক্ষ টাকা | ৫০.৮৩ লক্ষ টাকা | ১৩.০০ কোটি টাকা |
| **শিশু খাদ্য বাবদ অর্থ** | ১৫.০০ লক্ষ টাকা | ১২.০০ লক্ষ টাকা | ৬৪.০০ লক্ষ টাকা |

৩.২ **চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশ**: সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করে প্রকৃত উপকারভোগী ও বিপর্যস্ত মানুষ চিহ্নিত করে সুষ্ঠুভাবে কাজটি করা অন্যতম চ্যালেঞ্জ। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসন সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৪। **জেলায় লক-ডাউন ও কোয়ারেন্টাইন বাস্তবায়ন সম্পর্কিত আলোচনা:**

৪.১ পুলিশ সুপারের পক্ষ হতে জানানো হয়, জেলার সকল প্রবেশ পথ বর্তমানে বন্ধ করা হয়েছে। দিনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও রাতে বাংলাদেশ পুলিশ সার্বক্ষণিক ডিউটি করে বিষয়টি নিশ্চিত করে। জেলায় জনসাধারণের অবাধ চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে জরিমাণা করা হচ্ছে। সকল কাঁচাবাজারসমূহ খোলা জায়গায় স্থানান্তর করা হয়েছে। লবণ চাষ ও সংগ্রহ স্থলে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য বিসিকের মাধ্যমে মনিটর করা হচ্ছে। চকরিয়াতে বাজার নিয়ন্ত্রণ করা হবে। বর্তমানে কিছু পান ব্যবসায়ীদের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। টেকপাড়ায় ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় জনগণের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা একান্ত প্রয়োজন।

৪.২ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পক্ষ হতে জানানো হয়, ১০ পদাতিক ডিভিশনের প্রায় ৭০০-৮০০ জন সদস্য বর্তমানে উক্ত এলাকায় কর্মরত রয়েছেন। সেনাবাহিনীর পক্ষ হতে লিফলেট বিতরণ, জীবাণু নিরোধ কার্যক্রম, প্রবেশ পথসমূহে জীবাণুনাশক স্প্রে করাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তবে ধীরে ধীরে লক ডাউনে শিথিলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ জন্য বাজার কমিটিগুলোতে সম্পৃক্ত করার জন্য অনুরোধ করা হয়। যে সকল নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী ত্রাণ চেয়ে নিতে পারে না, তাদের অনুকূলেও ত্রাণ সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়। লক ডাউন পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনে বল প্রয়োগ ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সকলের পক্ষ হতে সুপারিশ করা হয়।

৪.৩ **চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশ:** জেলার অধিকাংশ স্থান সীমান্তবর্তী হওয়ায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য সহ সকল বাহিনীর সদস্যদের পক্ষে অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকানো একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এজন্য সীমান্ত এলাকায় দায়িত্ব পালনকারী বিজিবি, কোস্ট গার্ড ও বাংলাদেশ পুলিশের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

৫। **খাদ্য সরবরাহ ও মজুদ পরিস্থিতি সম্পর্কিত আলোচনা:**

৫.১ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, কক্সবাজার উল্লেখ করেন, জেলায় ৭টি খাদ্য গুদাম রয়েছে। বর্তমানে মোট ৬৭১৬.৬৭ মেট্রিক টন চাল এবং ৬৭৭.২০ মেট্রিক টন গম মজুদ রয়েছে। আপাততঃ খাদ্য মজুদ বিষয়ে কোন সমস্যা নেই। জরুরি প্রয়োজনে পাশ্ববর্তী জেলা হতেও চাহিদা দিয়ে খাদ্য আনা সম্ভব হবে। বর্তমানে ওএমএস এর মাধ্যমে চাল বিক্রয়ের জন্য তালিকা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষকেও ওএমএস এর মাধ্যমে স্বল্পমূল্যে চাল বিক্রির সুবিধা প্রদান করা হবে।

৫.২ **চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশ:** মজুদকৃত খাদ্য বিতরণ এবং নতুন উৎপাদিত ধান/ খাদ্য সরকারি ন্যায্যমূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে যথাসময়ে সংগ্রহ করা একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছে। এক্ষেত্রে খাদ্য বিবাগ এখনই সকল ধরণের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে।

৬। **অবৈধ রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী পরিস্থিতি সম্পর্কিত আলোচনা:**

৬.১ সম্প্রতি ৪০০ জন রোহিঙ্গা অবৈধভাবে সমুদ্রপথে মালয়েশিয়া গমনের চেষ্টা করেছিল। তারা মালয়েশিয়া প্রবেশ করতে না পেরে বাংলাদেশে ফেরৎ আসে। উক্ত ব্যক্তিদের টেকনাফের দু'টি কেন্দ্রে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। রোহিঙ্গা ক্যাম্পের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এটি একটি ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা। ফলে কোন একজন ব্যক্তির সংক্রমণ পুরো এলাকাকে সংক্রমিত করতে পারে।

৬.২ **চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশ:** পরবর্তীতে অবৈধভাবে যাতে কেউ এভাবে বিদেশ গমনের চেষ্টা না করতে পারে, তা নিশ্চিত করার জন্য কোস্ট গার্ডকে অনুরোধ করা হয়েছে। সীমান্ত দিয়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ বন্ধ করা একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ। এজন্য সীমান্ত এলাকায় দায়িত্ব পালনকারী বিজিবি, কোস্ট গার্ড ও বাংলাদেশ পুলিশের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

৭। **কৃষি উৎপাদন পরিস্থিতি সম্পর্কিত আলোচনা:**

৭.১ জেলা কৃষি কর্মকর্তা জানান, বর্তমানে ৯৮৮৫ হেক্টর জমিতে বোরো চাষ হয়েছে। চমৎকার ফসল হয়েছে। ইতোমধ্যে ৫% ধান কাটা হয়েছে। আগামী ১৫ মে ২০২০ এর মধ্যে ধান কাটা শেষ হবে। কক্সবাজার জেলায় সাধারণত অন্যান্য জেলা হতে বহিরাগত শ্রমিক ধান কাটতে আসে না। ফলে এখানে কৃষকগণ নিজেরাই ধান কেটে থাকে। বর্তমানে ১০৭ ধান কাটার Reaper মেশিন এবং ১১টি Combined Harvester আছে। তবে করোনা পরিস্থিতিতে ধানকাটা শ্রমিকদের সকলকে মাঠে পাওয়া একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

৭.২ **চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশ**: কৃষকের উৎপাদিত ধান কাটার জন্য পর্যাপ্ত শ্রমিকের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ। সম্প্রতি জেলা ছাত্রলীগের কর্মীগণের উদ্যোগে কিছু কৃষকের উৎপাদিত ধান কাটা হয়, যা একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। উক্ত দৃষ্টান্ত অনুসরণের জেলায় স্বেচ্ছাসেবীদের উদ্যোগে কৃষকের উৎপাদিত ধান কাটা আয়োজনের জন্য জেলা প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

৮। **নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ব্যবস্থা সম্পর্কিত আলোচনা:**

৮.১ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পক্ষ হতে জানানো হয়, জেলায় সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থানে হাত ধোয়ার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা, সেপটিক ট্যাংক স্থাপন, ব্লিচিং মেশানো পানির স্প্রে ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নলকূপসমূহ মেরামতেরও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৮.২ **চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশ**: জেলার কাঁচাবাজারসমূহের প্রবেশ পথসমূহে হ্যান্ড স্যানিটাইজারের প্রাপ্যতা এবং বাজারে গমনকারী সকল ব্যক্তির হাত জীবাণুমুক্ত করা প্রয়োজন।

৯। **করোনা সংকটকালীন সময়ে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ও নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রীর পরিবহন সম্পর্কিত আলোচনা:**

৯.১ জনস্বার্থে অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ (বেড়িবাঁধ, ব্রীজ, কালভার্ট নির্মাণ ইত্যাদি) চলমান রাখার জন্য স্থানীয় সংসদগণ অভিমত ব্যক্ত করেন। নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী হিসেবে লবণ ও পান ইত্যাদি পরিবহন নিশ্চিত করা এবং মাছ ধরার সময় নিষিদ্ধের মেয়াদ হ্রাস করা যায় কিনা, তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যও স্থানীয় সংসদ সদস্যগণ সভায় অভিমত ব্যক্ত করেন।

৯.২ **চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশ**: উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির জন্য ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড় করার বিষয়টি একটি জাতীয় সিদ্ধান্ত। কেননা করোনা বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তবে উপরোক্ত সকল বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।

**১০। <u>সার্বিক পর্যালোচনা ও সুপারিশ:</u>**

সার্বিক পর্যালোচনায়, সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ মহোদয় কক্সবাজার জেলায় কর্মরত সকল কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা প্রদান করেন:

১০.১ জেলার চকরিয়া প্রান্তে জনচলাচল রোধ করে লক-ডাউন নিশ্চিত করতে হবে। এর ফলে জেলার অন্যান্য স্থানে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হতে নিরাপদ রাখা সম্ভব হবে।

১০.২ পবিত্র রমজান মাসে সকলে যাতে বাসায় তারাবীর নামাজ আদায় করে, তা নিশ্চিত করতে হবে।

১০.৩ ইফতার মাহফিলের নামে যাতে কোন জনসমাগম না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

১০.৪ ত্রাণ বিতরণের সকল তালিকা জেলা/ উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে করতে হবে।

১০.৫ ওএমএস এর মাধ্যমে খাদ্য বিক্রয়কারী কোন ডিলার দুর্নীতি করলে তাদেরকে সাথে সাথে গ্রেফতার করে কঠোর আইনের আওতায় আনতে হবে।

১০.৬ জনপ্রতিনিধিদেরও সতর্ক করতে হবে যেতে কেউ খাদ্য সহায়তা কাজে কোন প্রকার দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়তে না পারে।

১০.৭ সীমান্তবর্তী এলাকায় বিজিবি ও নৌ পথে কোস্টগার্ডকে সদা সতর্ক থাকতে হবে, যাতে মিয়ানমার হতে কোন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ না ঘটে থাকে।

১০.৮ স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে জেলা প্রশাসক, সিভিল সার্জন, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকতা প্রতিদিন প্রয়োজনীয় সভা করতে হবে।

১০.৯ লক ডাউন পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়নের জন্য জেলা প্রশাসন, পুলিশ সুপার ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আলোচনার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করতে হবে।

১০.১০ ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনার জন্য জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা প্রতিদিন সভা অনুষ্ঠান করবে।

১০.১১ যে কোন বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট সকলকে সদা সতর্ক থাকতে হবে।

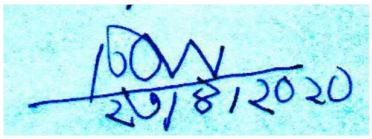


হেলালুদ্দীন আহমদ
সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার
বিভাগ

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
পুরাতন সংসদ ভবন
তেজগাঁও, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ: পরিচালক (প্রশাসন)

অনুলিপি:

জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার।